OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 388 - 397
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 388 - 397
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' : পরিবেশ, উপনিবেশ ও প্রান্তিকতার আন্তঃতাত্ত্বিক পাঠ

প্রদীপ কুমার রায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শীতলকুচি কলেজ, কোচবিহার
Email ID: pkrslkc@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Ecocriticism, Postcolonialism, Marginality, Forest and Nature, Subaltern Studies, Colonial Modernity.

Abstract

Bibhutibhushan Bandyopadhyay's Aranyak artistically renders the complex inter- relationship between nature, colonial power, and the lived realities of marginal communities in Bengali fiction. This paper offers an integrated analysis of the novel through the lenses of ecocriticism, postcolonial theory, and Subaltern Studies, positioning the forest not merely as a site of aesthetic experience but as a contested political terrain marked by dispossession, exploitation, displacement, and ethical crisis.

At the core of the discussion lies the dual character of the forest landscape. On the one hand, it embodies life, beauty, memory, and intimate human experience; on the other, it becomes a site of destruction, commodification, and territorial appropriation under colonial land regimes, revenue policies, and economic expansion.

The character of Satyacharan emerges as the principal bearer of this duality. His deep attraction to nature, aesthetic sensibility, and self-reflexive consciousness render him a sympathetic witness to the inner world of the forest. Yet, as a functionary within the zamindari system, he remains directly implicated in processes of deforestation and dispossession. This tension between individual conscience and the machinery of colonial power lends the narrative a profound ethical dimension.

The novel empathetically portrays the lives, cultures, beliefs, and nature-dependent existence of Adivasis, impoverished peasants, and lower-class communities. Their marginality is not merely social but is intensified through environmental alienation, cultural erosion, and the loss of livelihood. Displacement from the forest signifies not only spatial dislocation but also the erasure of historical memory, cultural disintegration, and the manifestation of structurally produced, silent violence. In this context, the novel demonstrates how dominant discourses of "development" often negate the self-sustaining relationship between marginalized communities and nature.

The analysis establishes that Aranyak is not a simple romantic narrative of nature; rather, it stands as a profound literary document exposing

the inherent violence of colonial modernity, environmental degradation, and the existential crisis of marginalized peoples. Consequently, the novel demands renewed critical engagement within contemporary environmental criticism, postcolonial studies, and discourses on marginality. It also reminds us that the destruction of nature is never merely a geographical transformation; it is intrinsically tied to moral decay, the expansion of power, and the gradual erosion of human sensitivity.

Thus, Aranyak teaches us that literature does not merely celebrate nature; it constructs deeper interpretations and critiques of social reality by interweaving environment, history, class, ethnicity, and structures of power.

Discussion

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আরণ্যক* (১৯৩৯) বাংলা উপন্যাসের ভুবনে এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ রচনা, যেখানে প্রকৃতি, মানুষ এবং ক্ষমতার সম্পর্ক এক জটিল নান্দনিক ও দার্শনিক বয়ানে উন্মোচিত হয়েছে। এই উপন্যাসটি কেবল ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ বা অরণ্যজীবনের রোমান্টিক চিত্রণ নয়; বরং এটি পরিবেশ, উপনিবেশিক আধিপত্য এবং প্রান্তিক মানুষের অস্তিত্বসংকটকে পরস্পর-সম্পর্কিত এক পাঠভূমিতে স্থাপন করে। এই প্রেক্ষিতে Cheryll Glotfelty, Lawrence Buell, Homi K. Bhabha, Edward Said, Ranajit Guha, Gayatri Chakravorty Spivak এবং Dipesh Chakrabarty-এর তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে *আরণ্যক*-এর পুনর্পাঠ উপন্যাসটির অন্তর্নিহিত জটিলতা ও তাৎপর্যকে আরও সুস্পষ্ট করে তোলে।

প্রথমত, পরিবেশতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে *আরণ্যক* একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য। Glotfelty যে সাহিত্য ও ভৌত পরিবেশের সম্পর্ককে গুরুত্ব দিয়েছেন, সেই আলোকে দেখা যায় যে এখানে প্রকৃতি কেবল পটভূমি নয়, বরং একটি সক্রিয় ও অর্থবাহী সত্তা। Buell-এর ‘environmental imagination’-এর ধারণা অনুসারে, অরণ্য এখানে এক নৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিসর নির্মাণ করে, যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক জটিলভাবে বিন্যস্ত। সত্যচরণের দৃষ্টিতে অরণ্যের যে রূপ উদ্ভাসিত হয়, তা একদিকে মোহময় ও রহস্যময়, অন্যদিকে তা গভীর নৈতিক সংকটের উৎস। অরণ্য উচ্ছেদ, ভূমি দখল এবং উন্নয়নের নামে প্রকৃতির বিনাশ - এই প্রক্রিয়া উপন্যাসে এমনভাবে চিত্রিত হয়েছে, যা আধুনিক পরিবেশ-সংকটের পূর্বাভাস বহন করে।

দ্বিতীয়ত, উপন্যাসটি উপনিবেশিক ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যেই নির্মিত, এবং এই প্রেক্ষিতে Bhabha-র ‘ambivalence’-এর ধারণা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। সত্যচরণ একদিকে প্রকৃতির অনুরাগী, অন্যদিকে জমিদারি ব্যবস্থার অংশ হিসেবে অরণ্য উচ্ছেদের কার্যকর সহযোগী - এই দ্বৈত অবস্থান তাকে এক গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে স্থাপন করে। একইসঙ্গে Said-এর ‘representation’ ও ক্ষমতার ধারণা অনুসারে, অরণ্য ও তার অধিবাসীদের যে বর্ণনা আমরা পাই, তা একটি শিক্ষিত, আধিপত্যশীল দৃষ্টিকোণ থেকে নির্মিত। ফলে এই বয়ান নিজেই একটি ক্ষমতাগত কাঠামোর অংশ হয়ে ওঠে, যেখানে বাস্তবতা একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়।

তৃতীয়ত, *আরণ্যক*-এর প্রান্তিক চরিত্রসমূহের উপস্থাপনাকে Guha-র subaltern historiography-র আলোকে পড়লে দেখা যায় যে, উপন্যাসটি মূলধারার ইতিহাসে উপেক্ষিত মানুষের জীবনকে সামনে আনার চেষ্টা করেছে। গিরিধারীলাল, ধাতুরিয়া, নকছেদী ভকত, তুলসী, মঞ্চী, সুরতিয়া, ছনিয়া, দশরথ, কুন্তা, বিশুয়া, ধাওতাল সাহু, ভানুমতী, দোবরু পান্না প্রমুখ চরিত্র এই প্রান্তিক বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে। তবে Spivak-এর প্রশ্ন - প্রান্তিক কি নিজে কথা বলতে পারে - এই উপন্যাসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ এই চরিত্রগুলির কণ্ঠস্বর প্রধানত সত্যচরণের বয়ানের মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হয়; ফলে তাদের অভিজ্ঞতা একটি mediated discourse-এ রূপান্তরিত হয়, যা প্রতিনিধিত্বের সীমাবদ্ধতাকে সামনে আনে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 388 - 397
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অবশেষে, Chakrabarty-র 'provincializing Europe'-এর আলোকে বলা যায় যে, *আরণ্যক* স্থানীয় অভিজ্ঞতা ও জীবনজগতের মাধ্যমে আধুনিকতার একরৈখিক ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এখানে অরণ্য, প্রান্তিক মানুষ এবং তাদের জীবনযাপন বৃহত্তর ইতিহাস ও উন্নয়নের প্রচলিত ধারণার বিকল্প পাঠ নির্মাণ করে।

আরণ্যক একটি বহুমাত্রিক সাহিত্যকর্ম, যেখানে পরিবেশ, উপনিবেশিক ক্ষমতা এবং প্রান্তিকতার জটিল আন্তঃসম্পর্ক শিল্পরূপ লাভ করেছে। তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে এই উপন্যাসকে পুনর্পাঠ করলে স্পষ্ট হয় যে এটি কেবল নান্দনিক রচনা নয়, বরং একটি গভীর সামাজিক-রাজনৈতিক দলিল, যা বাংলা সাহিত্যচর্চায় নতুন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা উন্মোচন করে।

আলোচনায় 'আরণ্যক' উপন্যাসটিকে বিভিন্ন তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে পরিবেশতত্ত্ব, উপনিবেশ-পরবর্তী তত্ত্ব এবং প্রান্তিকতত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাসটির অন্তর্নিহিত জটিলতা উদ্ভাসিত হয়েছে। তবে এই তাত্ত্বিক প্রয়োগগুলিকে আরও সুসংহতভাবে অনুধাবন করার জন্য প্রয়োজন পাঠ ও তত্ত্বের পারস্পরিক সংযোগকে নির্দিষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা। এই পর্যায়ে প্রশ্ন উঠে - কীভাবে এই তাত্ত্বিক ধারণাগুলি উপন্যাসের বয়ান, চরিত্র ও প্রতীকের মধ্যে কার্যকর হয়ে ওঠে? নিম্নবর্তী আলোচনায় এই সংযোগসূত্রকে বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করা হবে।

(ক) প্রকৃতি ও পরিবেশচেতনা : এক ইকোক্রিটিক্যাল পাঠ : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আরণ্যক* উপন্যাসে প্রকৃতি কেবল পটভূমি নয়; বরং একটি সক্রিয় ন্যারেটিভ শক্তি, যা মানুষ, সমাজ এবং ক্ষমতার সম্পর্ককে পুনর্গঠিত করে। ইকোক্রিটিক্যাল দৃষ্টিতে, বিশেষত Cheryll Glotfelty এবং Lawrence Buell-এর তাত্ত্বিক প্রস্তাবনার আলোকে, এই পাঠে প্রতীয়মান হয় যে বনভূমির বর্ণনা একদিকে নান্দনিক মুগ্ধতা সৃষ্টি করে, অন্যদিকে শোষণ ও অধিগ্রহণের অন্তর্লীন রাজনীতিকে উন্মোচিত করে।

উপন্যাসের সূচনাতেই বনভূমির এক মনোমুগ্ধকর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে – "মহালিখারূপের পাহাড়ের পাদদেশে বিশাল বনপ্রান্তরে বসন্ত নামিয়াছে ... রাত্রে দূরে মহালিখারূপের পাহাড়ে আগুনের মালা...।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬) এই বর্ণনা প্রকৃতির নান্দনিক ঐশ্বর্যকে সামনে আনে; তবে এই সৌন্দর্যের অন্তরালে নিহিত রয়েছে মানবিক হস্তক্ষেপ ও ভূমি-অধিগ্রহণের ইতিহাস। ফলে বন এখানে একইসঙ্গে নান্দনিক বস্তু এবং অর্থনৈতিক সম্পদ - এই দ্বৈততা ইকোক্রিটিসিজমের একটি মৌলিক প্রশ্নকে উত্থাপন করে।

মানুষ-প্রকৃতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে উপন্যাসে Anthropocentric এবং Ecocentric দৃষ্টিভঙ্গির টানাপোড়েন সুস্পষ্ট। নায়ক নিজেই স্বীকার করে— "এই স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির লীলাভূমি আমার হাতেই বিনষ্ট হইয়াছিল, বনের দেবতারা সেজন্য আমায় কখনও ক্ষমা করিবেন না জানি।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬) এই স্বীকারোক্তি মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নচেতনার বিরুদ্ধে এক গভীর আত্মসমালোচনামূলক অবস্থান নির্মাণ করে। এখানে প্রকৃতি আর কেবল ভোগের বস্তু নয়; বরং একটি স্বতন্ত্র সত্তা, যার ধ্বংস মানবিক নৈতিকতার সংকটকে উন্মোচিত করে।

প্রকৃতির ভাষা ও প্রতীকের ব্যবহারে লেখক এক গভীর পরিবেশচেতনা নির্মাণ করেছেন। গাছ, নদী ও মাটি কেবল বস্তু নয়; এগুলি স্মৃতি, ইতিহাস এবং অস্তিত্বের বাহক। উদাহরণস্বরূপ, - "দূরে জঙ্গলের মাথায় চাঁদ উঠিতেছে ... যেন জাপানী চিত্রকর হাকুসাই অঙ্কিত একখানি ছবি।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১) এই ধরনের চিত্রায়ন প্রকৃতিকে এক জীবন্ত সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে, যা মানব-চেতনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। একইভাবে, - "গভীর নিশীথে জ্যোৎস্নাবরণী সুরসুন্দরীর সাজে হিমস্নিগ্ধ বনকুসুমের সুবাস মাখিয়া, আকাশভরা তারার মালা গলায় – অন্ধকার রজনীতে কাল-পুরুষের আগুনের খড়্গ হাতে দিগ্বিদিক ব্যাপিয়া বিরাট কালীমূর্তিতে।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮) প্রকৃতির রহস্যময়তা ও ভয়ের প্রতীক হয়ে ওঠে। এই প্রতীকী নির্মাণ Lawrence Buell-এর সেই ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যেখানে পরিবেশকে এমন এক উপস্থিতি হিসেবে দেখা হয় যা মানব-ইতিহাসকে প্রাকৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করে।

ন্যারেটিভ স্ট্র্যাটেজির দিক থেকে *আরণ্যক* একটি স্মৃতিনির্ভর ও খণ্ডিত আখ্যান, যেখানে প্রকৃতি অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক ক্ষেত্র হিসেবে উপস্থিত। বর্ণনাকারীর retrospective দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ককে পুনর্মূল্যায়নের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 388 - 397
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সুযোগ সৃষ্টি করে। "লোক নাই, জন নাই, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ - একটা কথা কহিবার মানুষ পর্যন্ত নাই।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২) এই উক্তি প্রকৃতির স্বতন্ত্রতা এবং মানুষের সীমাবদ্ধ উপস্থিতিকে চিহ্নিত করে। এর ফলে আখ্যানভঙ্গি ক্রমে একধরনের ethical awakening-এর দিকে অগ্রসর হয়, যেখানে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হয়।

Cheryll Glotfelty ইকোক্রিটিসিজমকে সংজ্ঞায়িত করেছেন— "the study of the relationship between literature and the physical environment." (xviii) হিসেবে। এই সংজ্ঞা অনুসারে *আরণ্যক* প্রকৃতি ও সাহিত্যের আন্তঃসম্পর্ককে গভীরভাবে অনুসন্ধান করে। অপরদিকে Lawrence Buell উল্লেখ করেছেন যে, পরিবেশকেন্দ্রিক সাহিত্যকর্মকে পরিবেশগত সংকটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হিসেবে পাঠ করা প্রয়োজন (৭-৪)। *আরণ্যক*-এ বনভূমি ধ্বংসের যে আখ্যান প্রতিফলিত হয়েছে, তা এই পরিবেশগত সংকটের এক সুস্পষ্ট সাহিত্যিক রূপায়ণ।

তবে এই পরিবেশ-সংকট কেবল ব্যক্তিগত বা নৈতিক বিচ্যুতির ফল নয়; বরং এর পেছনে সক্রিয় রয়েছে বৃহত্তর উপনিবেশিক ক্ষমতা ও ভূমি-রাজনীতির কাঠামো। বনভূমি দখল, ভূমি-অধিগ্রহণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের পুনর্বিন্যাস - এই সমস্ত প্রক্রিয়া উপনিবেশিক আধিপত্যের অংশ, যা স্থানীয় মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ককে পুনর্গঠিত করে। এই প্রেক্ষিতে Homi K. Bhabha-এর 'space' ও 'hybridity' ধারণা প্রাসঙ্গিক, যেখানে উপনিবেশিক স্থান একটি দ্বন্দ্বময় ও পরিবর্তনশীল ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়। একইভাবে Gayatri Chakravorty Spivak-এর subaltern তত্ত্ব এই প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, এই ভূমি-রাজনীতির মধ্যে প্রান্তিক মানুষ ও প্রকৃতির কণ্ঠস্বর কতখানি শোনা যায়।

অতএব, ইকোক্রিটিক্যাল পাঠে *আরণ্যক* একটি তাৎপর্যপূর্ণ টেক্সট, যেখানে প্রকৃতি নান্দনিকতা ও শোষণের দ্বৈততায়, anthropocentric ও ecocentric টানাপোড়েনে, এবং প্রতীকী ভাষার মাধ্যমে এক জটিল পরিবেশচেতনা নির্মাণ করে। এখানে প্রকৃতি কেবল পরিবেশগত সত্তা নয়; বরং একটি রাজনৈতিক ভূখণ্ড-ক্ষমতা, শাসন এবং প্রতিরোধের ক্ষেত্র। এই দৃষ্টিকোণ থেকে *আরণ্যক* মানব অস্তিত্ব ও প্রকৃতির পারস্পরিক নির্ভরতার এক গভীর এবং সমালোচনামূলক অন্বেষণ।

ইকোক্রিটিক্যাল পাঠে *'আরণ্যক'*-এ প্রকৃতি নান্দনিকতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক শোষণের ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিভাত হয়। এই শোষণ ব্যক্তিগত নয়, বরং উপনিবেশিক ভূমি-রাজনীতি ও ক্ষমতার কাঠামোর ফল। বনভূমি দখল, ভূমি-অধিগ্রহণ ও সম্পদের পুনর্বিন্যাস স্থানীয় মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ককে বদলে দেয়। ফলে প্রকৃতি এখানে কেবল পরিবেশ নয়, বরং ক্ষমতা, শাসন ও প্রতিরোধের এক রাজনৈতিক ভূখণ্ড হিসেবে প্রতিস্থাপিত হয়।

(গ) উপনিবেশ ও ভূমি-রাজনীতি : পোস্টকলোনিয়াল পাঠ : *আরণ্যক* উপন্যাসে উপনিবেশিক ভূমি-রাজনীতির নির্মম বাস্তবতা গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষত জমি দখল ও বন উচ্ছেদের প্রসঙ্গে ন্যারেটিভে colonial expansion-এর প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপন্যাসে উল্লেখ আছে - "জঙ্গল-মহাল আমরা নতুন প্রজার সঙ্গে বন্দোবস্ত করব। ত্রিশ হাজার বিঘের জঙ্গল।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯) এই উক্তি প্রকৃতির উপর উপনিবেশিক আধিপত্যের ভাষাকে উন্মোচিত করে। এখানে বনকে 'অব্যবহৃত' বা 'অসভ্য' হিসেবে চিহ্নিত করে তাকে অর্থনৈতিক সম্পদে রূপান্তরের একটি সুপরিকল্পিত প্রক্রিয়া দৃশ্যমান হয়।

জমিদারি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আন্তঃসম্পর্কও এই প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নায়ক সত্যচরণের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যদিয়ে প্রতীয়মান হয় যে, জমিদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কীভাবে গ্রামীণ ও বনাঞ্চলীয় মানুষের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। যেমন - "নিজের তিন-চার-শ বিঘা আবাদী জমির ফসল বাদে সে লাঠির জোরে সমস্ত নাঢ়া বইহারের দেড় হাজার বিঘা (বা যতটা পারে) জমির ফসল দখল করিতে চায়।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯২) এই উক্তি উপনিবেশিক অর্থনীতির এক নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে সামনে আনে, যেখানে মানুষ এবং তার শ্রম উভয়ই পরিমাপযোগ্য সম্পদে পরিণত হয়।

উপন্যাসে 'সভ্যতা' বনাম 'অরণ্য' দ্বন্দ্ব একটি কেন্দ্রীয় Colonial Discourse হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। লেখক লিখেছেন - "ভারতের পরবর্তী যা কিছু ইতিহাস - এই আর্যসভ্যতার ইতিহাস - বিজিত অনার্য জাতিদের কোথাও লেখা নাই... আজও বিজিত হতভাগ্য আদিম জাতিগণ তেমনই অবহেলিত, অপমানিত, উপেক্ষিত।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২০) এই

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 388 - 397
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বক্তব্য একদিকে উন্নয়ন ও সভ্যতার ধারণা নির্মাণ করে, অন্যদিকে প্রকৃতি ও আদিবাসী জীবনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। এই দ্বৈততাকে Edward Said-এর 'Orientalism' তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করা যায়, যেখানে তিনি বলেন, - "The Orient was almost a European invention" (Said, 1)। অর্থাৎ, উপনিবেশকারীরা 'অন্য'-এর একটি নির্মিত রূপ দাঁড় করিয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

আরণ্যকে-র আখ্যানে ক্ষমতা ও আধিপত্যের ভাষা সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়াশীল। সত্যচরণের আত্মকথনে একদিকে যেমন অপরাধবোধ, অন্যদিকে ক্ষমতার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় - "উপরওয়ালারা ক্রমাগত আমাকে চিঠি লিখিয়া তাগাদা করিতে লাগিলেন, কেন আমি এখানকার জমি প্রজাবিলি করিতেছি না। আমি জানি, আমার তাহাই একটি প্রধান কাজ বটে, কিন্তু এখানে প্রজা বসাইয়া প্রকৃতির এমন নিভৃত কুঞ্জবনকে নষ্ট করিতে মন সরে না।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮৬) এই দ্বৈত মানসিকতা Homi K. Bhabha-এর 'ambivalence' ধারণার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। Bhabha-এর মতে, - "Colonial discourse is always ambivalent." (Bhabha 86) - অর্থাৎ, উপনিবেশিক ক্ষমতা কখনোই একরৈখিক নয়; বরং তা দ্বন্দ্ব ও দ্বিধার মধ্য দিয়েই গঠিত।

সে কারণে বলা যায়, *আরণ্যক*-এর আখ্যানে উপনিবেশিক ভূমি-রাজনীতি কেবল অর্থনৈতিক দখলের কাহিনি নয়; বরং এটি ভাষা, সংস্কৃতি ও ক্ষমতার জটিল আন্তঃসম্পর্কের একগভীর প্রতিফলন। এখানে প্রকৃতি ও মানুষের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যে প্রক্রিয়া প্রতিফলিত হয়েছে, তা পোস্টকলোনিয়াল পাঠের মাধ্যমে নতুন তাৎপর্য লাভ করে।

বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, অরণ্য ও ভূমির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় কেবল প্রকৃতিই নয়, বরং সেই সঙ্গে সেখানে বসবাসকারী মানুষগুলিও ক্রমশ প্রান্তিক হয়ে পড়ে। জমিদারি ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্রের যৌথ ক্ষমতা তাদের জীবন, সংস্কৃতি ও অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং বহুক্ষেত্রে তাদের কণ্ঠকে নীরব করে দেয়। এই প্রক্রিয়ায় যাদের 'অন্য' বা 'সাবঅল্টার্ন' হিসেবে নির্মাণ করা হয়, তাদের অভিজ্ঞতা ও চেতনা মূল আখ্যানে প্রায় অদৃশ্য থেকে যায়। ফলে, *আরণ্যক* উপন্যাসকে সম্যকভাবে অনুধাবন করতে প্রান্তিকতা ও সাবঅল্টার্ন চেতনার প্রশ্নটি অনিবার্য হয়ে ওঠে, যা পরবর্তী আলোচনায় বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

৫.৪. প্রান্তিকতা ও সাবঅল্টার্ন চেতনা : উপন্যাসটিতে প্রান্তিকতা ও সাবঅল্টার্ন চেতনার যে গভীর ও বহুমাত্রিক নির্মাণ লক্ষ্য করা যায়, তা উপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার অন্তর্গত নিপীড়িত মানুষের জীবন-বাস্তবতাকে সুস্পষ্টভাবে উন্মোচিত করে। এখানে আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি যেমন দৃশ্যমান, তেমনি তাদের কণ্ঠস্বর প্রায়শই নীরব কিংবা পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত - এই দ্বৈততা সাবঅল্টার্ন স্টাডিজের তাত্ত্বিক পরিসরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।

সূচনাতেই বনাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা এবং প্রকৃতির সঙ্গে তাদের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের চিত্র ফুটে ওঠে - "এরা ছিল দরিদ্র, এদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল মানুষের আদিম যুগের অশিক্ষিতপটু সভ্যতা ও সংস্কৃতি...।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২০) এখানে আদিবাসী জীবনকে একদিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও প্রাকৃতিক সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করা হলেও, ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে তাদের অবস্থান অত্যন্ত প্রান্তিক। জমিদারি ও ঔপনিবেশিক প্রশাসনের প্রভাবে তারা ক্রমশ ভূমিহীন ও অধিকারবঞ্চিত হয়ে পড়ে।

সাবঅল্টার্ন স্টাডিজের প্রবক্তা Ranajit Guha দেখিয়েছেন যে, সাবঅল্টার্ন শ্রেণি কেবল নিপীড়নের শিকার নয়, বরং তারা ইতিহাসের সক্রিয় নির্মাতা। এই আলোকে *আরণ্যক*-এর প্রান্তিক মানুষদেরও নিছক ভুক্তভোগী হিসেবে দেখা যায় না; বরং তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন, প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সংযোগ এবং আধিপত্যের বিরুদ্ধে অন্তর্নিহিত প্রত্যাখ্যানের মধ্যদিয়ে তারা এক ধরনের নীরব প্রতিরোধ (Silent resistance) নির্মাণ করে। যদিও এই প্রতিরোধ সুস্পষ্ট রাজনৈতিক ভাষায় প্রকাশিত নয়, তবু তা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার মৌলিক সংগ্রামেরই প্রকাশ।

অন্যদিকে, Gayatri Chakravorty Spivak তাঁর *Can the Subaltern Speak?* প্রবন্ধে সাবঅল্টার্নের কণ্ঠ - স্বরহীনতার প্রশ্ন উত্থাপন করেন, যা *আরণ্যক*-এর পাঠে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। উপন্যাসে প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর মূলত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত নায়ক সত্যচরণের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে তাদের নিজস্ব ভাষা ও অভিজ্ঞতা সরাসরি

প্রকাশিত না হয়ে, একটি মধ্যবর্তী বয়ানগত কাঠামোর মাধ্যমে নির্মিত হয়। যেমন- "মানুষে মানুষের খোঁজ রাখে কতটুকু? ... আজ যেন সত্যিকারের ভারতবর্ষকে চিনিতেছি।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০১) - এই উপলব্ধি সাবঅল্টার্ন বাস্তবতাকে অনুধাবনের এক মধ্যবিত্ত চেতনার প্রতিফলন, যেখানে প্রান্তিকের নিজস্ব কণ্ঠ আংশিকভাবে অনুপস্থিত।

উপন্যাসে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস ও ক্ষমতার সম্পর্কও স্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে। জমিদার, বনকর্মী ও ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক শক্তির বিপরীতে আদিবাসীরা একেবারেই নিম্নস্তরে অবস্থান করে। তাদের শ্রম শোষিত হয়, অথচ তাদের অস্তিত্ব ও পরিচয় প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায় না। এই অসম ক্ষমতার সম্পর্কই প্রান্তিক Subjectivity-কে নির্মাণ করে, যেখানে ব্যক্তি তার পরিচয় গড়ে তোলে বঞ্চনা, দারিদ্র্য ও বিচ্ছিন্নতার অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে।

তবে এই প্রান্তিক Subjectivity কেবল ভিকটিমহুডে সীমাবদ্ধ নয়; এর মধ্যে নিহিত রয়েছে প্রতিরোধের সূক্ষ্ম বীজ। প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান, আধুনিকতার আগ্রাসনের প্রতি নীরব অনীহা এবং নিজস্ব সাংস্কৃতিক চর্চার ধারাবাহিকতা - এসবই একধরনের অন্তর্নিহিত প্রতিরোধের রূপ। এই প্রতিরোধ কোনো সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলন নয়; বরং তা দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যেই সুপ্তভাবে ক্রিয়াশীল।

তাত্ত্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে উপন্যাসের অন্তর্গত প্রান্তিক জীবনের অভিজ্ঞতা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে কয়েকটি সংলাপ ও বর্ণনায়। যেমন - "এই পাহাড়-জঙ্গল, সারা পৃথিবী আমাদের রাজ্য ছিল। আমি যৌবন বয়সে কোম্পানির সঙ্গে লড়েছি। এখন আমার বয়স অনেক। যুদ্ধে হেরে গেলাম। তারপর আর কিছু নেই।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১৬) এই বক্তব্যে ইতিহাসচ্যুত আদিবাসী সত্তার স্মৃতি, হারানো অধিকারবোধ এবং ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে পরাজয়ের গভীর ক্ষত একসঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে সাবঅল্টার্ন কণ্ঠ সরাসরি উচ্চারিত হলেও, তা এক হারানো সার্বভৌমত্বের শোকগাথা হয়ে ওঠে।

একই সঙ্গে উপন্যাসে প্রান্তিক মানুষের দৈনন্দিন জীবনের করুণ বাস্তবতাও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে - চারদিকে যেন দারিদ্র্যের নির্মম উপস্থিতি। খোলার বা খড়ের তৈরি ছোট ছোট কুটির, যেখানে জানালা নেই, আলো-বাতাস প্রবেশের কোনো সুযোগ নেই - এই চিত্র কেবল বস্তুগত অভাবের নয়, বরং সামাজিক বঞ্চনা ও প্রান্তিকীকরণের এক গভীর প্রতীক। মানুষের জীবন সেখানে সংকীর্ণ, অবদমিত এবং ক্ষমতার কাঠামোর বাইরে একপ্রকার নির্বাসিত।

সুতরাং, *আরণ্যক*-এ প্রান্তিকতা ও সাবঅল্টার্ন চেতনা একটি জটিল ও দ্বিমুখী নির্মাণ - যেখানে একদিকে কণ্ঠহীনতা ও বঞ্চনা, অন্যদিকে নীরব প্রতিরোধ ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সহাবস্থান করে। সাবঅল্টার্ন স্টাডিজের আলোকে এই পাঠ উপন্যাসটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পোস্টকলোনিয়াল টেক্সটে পরিণত করে।

আলোচনার পরবর্তী ধাপে উপন্যাসের বয়ানগত কাঠামোর মধ্যে এই চেতনার প্রকাশ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। *আরণ্যক*-এ প্রান্তিক বাস্তবতা মূলত নায়ক সত্যচরণের দৃষ্টিকোণের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে; ফলে সাবঅল্টার্নের কণ্ঠ সরাসরি উচ্চারিত না হয়ে, তা এক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পর্যবেক্ষকের ভাষ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে সত্যচরণের চরিত্রকে কেবল ব্যক্তি-সত্তা হিসেবে নয়, বরং একটি বয়ানগত মধ্যস্থতাকারী (narrative mediator) হিসেবে বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ - কারণ তার দৃষ্টিভঙ্গিই নির্ধারণ করে প্রান্তিক মানুষের প্রতিনিধিত্ব, তাদের কণ্ঠের সীমাবদ্ধতা এবং লেখকের ন্যারেটিভ অবস্থান।

(ঙ) চরিত্রবিশ্লেষণ : সত্যচরণের দৃষ্টিকোণ : *আরণ্যক* উপন্যাসে সত্যচরণ এক জটিল ও দ্বৈত সত্তার অধিকারী চরিত্র, যার মানসিক গঠন গভীর দ্বন্দ্ব ও আত্মসমালোচনায় পূর্ণ। উপন্যাসের সূচনাতেই তার প্রকৃতিপ্রীতি ও আত্মবোধের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ধরা পড়ে - "অনেক দিনের কথা হইলেও কালকার বলিয়া মনে হয়।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫) এই স্মৃতি-নির্ভর বয়ান তার narrative consciousness-কে চিহ্নিত করে, যেখানে বর্তমান 'আমি' অতীত অভিজ্ঞতাকে পুনর্গঠন করে আত্ম-অন্বেষণের পথে অগ্রসর হয়।

সত্যচরণের মানসিক দ্বন্দ্ব মূলত guilt ও fascination-এর পারস্পরিক সংঘাতে নির্মিত। একদিকে বনভূমির অপরূপ সৌন্দর্য তাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে - "ফুটন্ত রক্তপলাশের ঘন অরণ্যের কথা ভাবি, তখন মনে হয় বুঝি কোন

অবসর দিনের শেষে সন্ধ্যায় ঘুমের ঘোরে এক সৌন্দর্যভরা জগতের স্বপ্ন দেখিয়া ছিলাম, পৃথিবীতে তেমন দেশ যেন কোথাও নাই।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫) অন্যদিকে, বননিধন ও ভূমি দখলের প্রক্রিয়ায় তার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ তাকে তীব্র অপরাধবোধে আচ্ছন্ন করে - "ঘন বন কাটিয়া আমিই এই হাস্যদীপ্ত শস্যপূর্ণ জনপদ বসাইয়াছি ছয়-সাত বৎসরের মধ্যে।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯১) - এই দ্বৈত অনুভূতি Sigmund Freud-এর guilt ও repression তত্ত্বের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ, যেখানে ব্যক্তি তার নৈতিক সত্তার সঙ্গে সংঘর্ষে আবদ্ধ হয়ে অভ্যন্তরীণ সংকটে নিমজ্জিত হয়।

একইসঙ্গে, সত্যচরণ একধরনের colonial agent - জমিদারি ব্যবস্থার প্রতিনিধি হিসেবে সে ভূমি জরিপ ও বন উচ্ছেদের কাজে যুক্ত। ফলে তার চরিত্রে একটি মৌলিক নৈতিক বিভাজন গড়ে ওঠে: সে যেমন প্রকৃতি প্রেমিক, তেমনি তার ধ্বংসের সহায়ক। এই দ্বৈততা উপনিবেশিক আধিপত্যের অন্তর্নিহিত বৈপরীত্যকে উন্মোচিত করে। এখানে Ranajit Guha-এর উক্তি প্রাসঙ্গিক - "The subaltern classes were not merely passive victims but active agents in history." - এই দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যচরণ কেবল শাসকশ্রেণির প্রতিনিধি নয়, বরং এক দ্বিধাগ্রস্ত ঐতিহাসিক সত্তা, যে নিজেই তার ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

আখ্যানিক স্তরে সত্যচরণের Self-reflexivity বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তার বয়ান একধরনের retrospective narration, যেখানে সে নিজের অতীত কর্মকাণ্ডকে সমালোচনার দৃষ্টিতে পুনর্বিবেচনা করে - "বিস্মৃতপ্রায় অতীতের যে নাঢ়া ও লবটুলিয়ার আরণ্য-প্রান্তর আমার হাতেই নষ্ট হইয়াছিল, সরস্বতী হ্রদের সে অপূর্ব বনানী, তাহাদের স্মৃতি স্বপ্নের মত আসিয়া মাঝে মাঝে মনকে উদাস করে।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯২) Gérard Genette-এর focalize-tion তত্ত্ব অনুযায়ী, এই সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকোণ পাঠককে চরিত্রের অন্তর্জগতে আবদ্ধ করে, যেখানে আখ্যানের দৃষ্টিভঙ্গি নায়ক-চেতনার মধ্যেই সীমিত থাকে। ফলে সত্যচরণের আত্মসমালোচনা আখ্যানের নৈতিক ও দার্শনিক গভীরতাকে আরও তীব্র করে তোলে।

অতএব, সত্যচরণের চরিত্র একাধারে আকর্ষণ ও অপরাধবোধ, আধিপত্য ও আত্মসমালোচনা এবং অভিজ্ঞতা ও বয়ানের মধ্যবর্তী এক জটিল অবস্থানকে ধারণ করে। তার দৃষ্টিকোণই *আরণ্যক*-এর প্রান্তিক বাস্তবতা ও নৈতিক সংকটকে পাঠকের সামনে উন্মোচিত করে।

সত্যচরণের এই আত্মদ্বন্দ্বময় দৃষ্টিকোণ কেবল তার ব্যক্তিগত মানসিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা অরণ্যের বর্ণনা, ভাষা ও প্রতীকী নির্মাণের মধ্যদিয়ে বহুমাত্রিক রূপ লাভ করে। তার অনুভূতির দ্বৈততা - মোহ ও অপরাধবোধ - অরণ্যের চিত্রণে একধরনের ভাষাগত ও প্রতীকী জটিলতা সৃষ্টি করে, যেখানে প্রকৃতি কেবল বাহ্যিক পরিবেশ নয়, বরং একটি জীবন্ত, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সত্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়। ফলে অরণ্যের বর্ণনা একদিকে রোমান্টিক আকর্ষণের ভাষা, অন্যদিকে ধ্বংস ও শোষণের নিঃশব্দ দলিল হয়ে ওঠে। এই প্রেক্ষিতে *আরণ্যক*-এর ভাষা ও প্রতীকী নির্মাণ বিশ্লেষণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এর মধ্যদিয়েই উপন্যাসটি প্রকৃতি, মানুষ ও উপনিবেশিক আধিপত্যের গভীর আন্তঃসম্পর্ককে সুস্পষ্টভাবে রূপায়িত করে।

(চ) অরণ্যের ভাষা ও প্রতীকী নির্মাণ : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আরণ্যক* উপন্যাসে অরণ্য কেবল প্রাকৃতিক পটভূমি নয়; বরং একটি স্বতন্ত্র সত্তা, যার নিজস্ব ভাষা, নীরবতা ও অস্তিত্ব রয়েছে। সত্যচরণের দৃষ্টিতে বন এক জীবন্ত সত্তা - "গভীর হইতে গভীরতর বনের মধ্যে দৃষ্টি চলিয়া গিয়া ... নিজেকে নিজে হারাইয়া ফেলি... ।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭৮) এখানে নীরবতা কোনো শূন্যতা নয়; বরং তা এক গভীর ভাষা, যা মানুষের চেতনার অন্তস্তরকে স্পর্শ করে এবং আত্মবিস্মৃতির অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে।

অরণ্যের *darkness* বা অন্ধকার উপন্যাসে এক রহস্যময় প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছে - "নিস্তব্ধ ঘন বনানীর উপর অন্ধকার আকাশ উপুড় হইয়া পড়িয়াছে, ... ।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯৮) এই অন্ধকার একদিকে ভয়, অনিশ্চয়তা ও অজানার প্রতীক; অন্যদিকে এটি আত্ম-অন্বেষণের এক অন্তরঙ্গ ক্ষেত্র, যেখানে ব্যক্তি নিজের গভীরতম সত্তার মুখোমুখি হয়। একইভাবে *wilderness* বা বন্যতা সভ্যতার বিপরীতে এক আদিম শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে - "পনেরো দিন এখানে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 388 - 397
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

একেবারে বন্য-জীবন যাপন করিলাম, ...।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯৮) ফলে অরণ্য এখানে একই সঙ্গে আকর্ষণ ও বিচ্ছেদের দ্বৈত পরিসর নির্মাণ করে।

ভাষার কাব্যিকতা *আরণ্যক*-এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। চিত্রকল্প, রূপক ও ধ্বনিময়তার মাধ্যমে অরণ্যকে এক নান্দনিক অভিজ্ঞতায় রূপ দেওয়া হয়েছে - "চারিধারে চাহিয়া মনে হয় এ সে পৃথিবী নয় ... এ স্বপ্নভূমি, ...।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৮) এই কাব্যিক ভাষা অরণ্যকে একটি *mythic space*-এ পরিণত করে, যেখানে বাস্তব ও কল্পনার সীমানা বিলীন হয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে Roland Barthes-এর সেমিওটিক তত্ত্ব প্রাসঙ্গিক। তাঁর মতে, প্রতিটি টেক্সট একটি চিহ্ন-ব্যবস্থা, যেখানে প্রতীক অর্থ উৎপাদনের মাধ্যম। *আরণ্যক*-এ অরণ্যের প্রতিটি উপাদান - অন্ধকার, নীরবতা, বৃক্ষ – একটি *sign* হিসেবে কাজ করে এবং বহুমাত্রিক অর্থের স্তর নির্মাণ করে। একইভাবে Cheryll Glotfelty-এর মতে, "Ecocriticism studies the relationship between literature and environment" - এই দৃষ্টিকোণ থেকে অরণ্য কেবল প্রকৃতি নয়, বরং মানব-চেতনা ও পরিবেশের আন্তঃসম্পর্কের এক জটিল প্রতিফলন।

অতএব, *আরণ্যক*-এর অরণ্য একদিকে একটি *material forest* - যেখানে ভূমি, অর্থনীতি ও ঔপনিবেশিক শোষণের বাস্তবতা উপস্থিত; অন্যদিকে এটি একটি *mythic forest* - যেখানে রহস্য, নীরবতা ও আত্ম-অন্বেষণের প্রতীকী জগৎ গড়ে ওঠে। এই দ্বৈত নির্মাণ উপন্যাসটিকে গভীর দার্শনিক ও নান্দনিক তাৎপর্যে সমৃদ্ধ করেছে।

অরণ্যের ভাষা, নীরবতা ও প্রতীকী নির্মাণের মধ্যদিয়ে যে বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয়, তা কেবল বাহ্যিক প্রকৃতির নান্দনিক উপলব্ধিতে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা ধীরে ধীরে মানবচেতনার অন্তর্গত স্তরে প্রবেশ করে। সত্যচরণের অরণ্য-অভিজ্ঞতা তাই কেবল একটি ভৌগোলিক বা বাস্তবিক পরিসর নয়; বরং একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও স্মৃতিনির্ভর ক্ষেত্র। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সময়ের প্রবাহে আবেগ, অনুশোচনা ও বিচ্ছেদের অনুভূতিতে রূপান্তরিত হয়।

পূর্বের আলোচনায় প্রতিফলিত অরণ্যের নীরব ভাষা ও রহস্যময়তা পরবর্তীতে স্মৃতি ও নস্টালজিয়ার মাধ্যমে পুনর্গঠিত হয়ে একধরনের হারানোর বোধ সৃষ্টি করে। এই প্রেক্ষিতে অরণ্য কেবল একটি উপস্থিত বাস্তবতা নয়; বরং এক গভীর অনুপস্থিতির বেদনা - যা চরিত্রের আত্ম-অনুসন্ধানকে আরও গভীর ও তাৎপর্যময় করে তোলে। ফলে *আরণ্যক*-এ স্মৃতি, নস্টালজিয়া ও হারানোর অনুভূতি অরণ্য-অভিজ্ঞতার অবিচ্ছেদ্য পরিণতি হিসেবে প্রতিভাত হয়।

(ছ) স্মৃতি, নস্টালজিয়া ও হারানোর বোধ : বিভূতিভূষণের *আরণ্যক* উপন্যাসে আখ্যানের কাঠামো মূলত এক স্মৃতি-নির্ভর পুনর্গঠন (*memory recons - truction*), যেখানে বর্ণনাকারী তার বর্তমান অবস্থান থেকে অতীত বনজীবনের অভিজ্ঞতাকে পুনর্লিখন করেন। Gérard Genette-এর narratological তত্ত্ব অনুযায়ী, এই আখ্যানটি একটি *analeptic narrative structure*, অর্থাৎ এমন এক বয়ান যেখানে অতীতের ঘটনাবলি বর্তমান বয়ানের মধ্যে পুনঃস্থাপিত হয়। (Genette, 40) উপন্যাসের সূচনাতেই narrator স্মৃতির স্তর উন্মোচন করে বলেন - "মনে হয় ধাতুরিয়ার কথা...নাটুয়া বালক ধাতুরিয়া।" অথবা "মনে পড়ে সরল মহাজন ধাওতাল সাহুকে।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫) এই স্মৃতি কেবল তথ্যগত নয়; বরং তা গভীরভাবে *affective*, যেখানে সময়ের দূরত্ব সত্ত্বেও আবেগের ঘনত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে।

প্রসঙ্গক্রমে Paul Ricoeur-এর স্মৃতি-তত্ত্ব এখানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। Ricoeur-এর মতে, স্মৃতি কোনো স্থির পুনরাবৃত্তি নয়; বরং তা বর্তমান চেতনার মধ্যে অতীতের এক hermeneutic পুনর্গঠন - স্মৃতি কেবল অতীতের নিষ্ক্রিয় পুনরুদ্ধার নয়; এটি বর্তমান চেতনার আলোকে অতীতের একটি সক্রিয় পুনর্গঠন প্রক্রিয়া। (Ricoeur, 85) *আরণ্যক*-এর narrator এই পুনর্গঠনের মধ্যদিয়েই অতীত অভিজ্ঞতাকে নতুন অর্থবিন্যাসে উপস্থাপন করেন। ফলে আখ্যানটি এক ধরনের *subjective temporality* নির্মাণ করে, যেখানে সময় ও স্মৃতি পরস্পরের সঙ্গে সংলাপে যুক্ত হয়ে অর্থ উৎপাদন করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে Genette-এর analepsis এবং Ricoeur-এর refiguration - দুই তাত্ত্বিক ধারণাই এখানে পারস্পরিকভাবে সম্পূরক।

স্মৃতি-নির্ভর আখ্যানকে আরও গভীরভাবে অনুধাবনের জন্য Mikhail Bakhtin-এর *chronotope* ধারণা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। Bakhtin-এর মতে, আখ্যানের সময় ও স্থান একটি অবিচ্ছেদ্য একক (*time-space matrix*) হিসেবে কাজ করে। (Bakhtion, 84) *আরণ্যক*-এ বনভূমি একটি বিশেষ *chronotope of memory*, যেখানে অতীতের সময় এবং অরণ্যের স্থান একত্রে এক অভিজ্ঞতামূলক ক্ষেত্র নির্মাণ করে। narrator-এর স্মৃতিতে বন একটি জীবন্ত ও গতিশীল সত্তা; কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় তার অনুপস্থিতি একধরনের temporal দ্বৈততা সৃষ্টি করে। যেমন - "জগতের যে পথে সভ্য মানুষের চলাচল কম, ... তাহাদের সহিত পরিচয়ের স্মৃতি আজও ভুলিতে পারি নাই।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬) এখানে অতীতের Chronotope বর্তমানের শূন্যতার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে এক জটিল *temporal layering* তৈরি করে।

উল্লেখিত temporal দ্বৈততার মধ্যদিয়েই নস্টালজিয়ার উৎপত্তি ঘটে। Svetlana Boym-এর মতে, "Nostalgia is a longing for a home that no longer exists or has never existed." (Boym, xiii) *আরণ্যক*-এ এই 'home' হলো বনভূমি - যা narrator-এর স্মৃতিতে জীবন্ত থাকলেও বাস্তবে বিলুপ্ত। ফলে নস্টালজিয়া এখানে নিছক আবেগ নয়; বরং এক epistemological অবস্থান, যার মাধ্যমে narrator নিজের অস্তিত্ব ও আত্মপরিচয়- কে পুনর্নির্ধারণ করেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, Boym-এর nostalgia ধারণা Bakhtin-এর chronotope-এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে স্মৃতি-নির্ভর স্থানচেতনার একটি তাত্ত্বিক বিস্তার ঘটায়।

অন্যদিকে, এই নস্টালজিয়া কেবল ব্যক্তিগত অনুভূতির পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি একটি গভীর ecological সংকটের ইঙ্গিত বহন করে। narrator-এর স্বীকারোক্তি - "এই স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির লীলাভূমি আমার হাতেই বিনষ্ট হইয়াছিল," (বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬) - মানব-প্রকৃতি সম্পর্কের অন্তর্নিহিত সহিংসতাকে উন্মোচন করে। Lawrence Buell-এর ecocritical তত্ত্ব অনুসারে, পরিবেশ কোনো নিষ্ক্রিয় পটভূমি নয়; বরং তা মানবিক নৈতিকতা ও চেতনার সক্রিয় নির্মাতা। (Buell, 7) এই দৃষ্টিকোণ থেকে *আরণ্যক*-এর বনভূমি একটি নৈতিক-অস্তিত্বগত ক্ষেত্র, যার ধ্বংস narrator-এর আত্মপরিচয়ে গভীর সংকট সৃষ্টি করে।

আরণ্যক-এ স্মৃতি, নস্টালজিয়া এবং হারানোর বোধ একটি জটিল narratological ও ecocritical কাঠামো নির্মাণ করে, যেখানে Genette-এর analepsis, Ricoeur-এর memory-refiguration, Bakhtin-এর chronotope, Boym-এর nostalgia এবং Buell-এর ecological consciousness - এই পাঁচটি তাত্ত্বিক পরিসর পারস্পরিক সংলাপে যুক্ত হয়ে আখ্যানের বহুমাত্রিক অর্থস্তর উন্মোচন করে। এই আন্তঃতাত্ত্বিক (inter-theoretical) সমন্বয় *অরণ্যক*-কে কেবল একটি স্মৃতিকথামূলক আখ্যান নয়, বরং এক গভীর দার্শনিক ও পরিবেশ-সচেতন টেক্সট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আরণ্যক* উপন্যাসের আন্তঃতাত্ত্বিক পাঠ আমাদের সামনে এক গভীর ও বহু- মাত্রিক বিশ্লেষণাত্মক দিগন্ত উন্মোচন করে, যেখানে প্রকৃতি, উপনিবেশিক ক্ষমতা এবং প্রান্তিক মানুষের অস্তিত্ব পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। Ecocriticism, Postcolonialism ও Subaltern Studies - এই তিনটি তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সম্মিলিত প্রয়োগে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, উপন্যাসটি কেবল একটি প্রকৃতি-নির্ভর আখ্যান নয়, বরং একটি জটিল রাজনৈতিক-নৈতিক দলিল, যা আধুনিকতার অন্তর্নিহিত সংকটকে উন্মোচিত করে।

প্রথমত, Ecocritical পাঠে দেখা যায়, প্রকৃতি এখানে একটি সক্রিয় ও সংবেদনশীল সত্তা, যার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক দ্বৈত - আবেগময় আকর্ষণ এবং ধ্বংসাত্মক শোষণ। এই দ্বন্দ্ব মানবসভ্যতার অগ্রগতির নৈতিক মূল্য নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং একটি ecological guilt-এর অনুভূতি তৈরি করে।

দ্বিতীয়ত, Postcolonial বিশ্লেষণ উপন্যাসটির অন্তর্গত ক্ষমতার কাঠামোকে উন্মোচন করে, যেখানে উপনিবেশিক অর্থনীতি ও ভূমি-ব্যবস্থাপনা বনভূমিকে একটি শোষণযোগ্য সম্পদে পরিণত করে এবং স্থানীয় মানুষের জীবন-যাত্রাকে প্রান্তিক করে তোলে।

তৃতীয়ত, Subaltern Studies-এর আলোকে দেখা যায়, প্রান্তিক চরিত্রদের কণ্ঠস্বর আংশিকভাবে উপস্থিত হলেও তা সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়; বরং narrator-এর মাধ্যমে mediated হয়ে উঠে আসে, যা প্রতিনিধিত্বের সীমাবদ্ধতা ও নীরবতার রাজনীতিকে চিহ্নিত করে।

এই তিনটি দৃষ্টিভঙ্গির সম্মিলনে যে সমালোচনামূলক উপলব্ধি গড়ে ওঠে, তা হল - পরিবেশ, ক্ষমতা এবং প্রান্তিকতা কোনো বিচ্ছিন্ন বাস্তবতা নয়; বরং তারা একে অপরকে নির্ধারণ ও প্রভাবিত করে। যদিও তত্ত্বগুলোর মধ্যে কিছু অন্তর্নিহিত টানাপোড়েন বিদ্যমান, তবুও এই সমন্বিত পাঠ একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যার সম্ভাবনা তৈরি করে, যা একক তাত্ত্বিক কাঠামোর সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে।

অতএব, *আরণ্যক* আজকের প্রেক্ষিতেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, কারণ এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে পরিবেশগত সংকট কখনোই কেবল প্রাকৃতিক নয়; এটি সর্বদা সামাজিক, রাজনৈতিক এবং নৈতিক প্রশ্নের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এই উপন্যাস আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায় - উন্নয়ন, আধুনিকতা এবং মানবিক দায়বদ্ধতার মধ্যে কীভাবে একটি ন্যায়সঙ্গত ও টেকসই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

Bibliography:

গ্লটফেল্টি, চেরিল, এবং হ্যারল্ড ফ্রম, সম্পাদক, *দ্য ইকোক্রিটিসিজম রিডার: ল্যান্ডমার্কস ইন লিটারারি ইকোলজি*, এথেন্স : ইউনিভার্সিটি অব জর্জিয়া প্রেস, ১৯৯৬
গুহ, রণজিৎ, *এলিমেন্টারি অ্যাসপেক্টস অব পিজান্ট ইনসার্জেন্সি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া*। দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৩
চক্রবর্তী, দীপেশ, *প্রোভিনশিয়ালাইজিং ইউরোপ : পোস্টকলোনিয়াল থট অ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল ডিফারেন্স*। প্রিন্সটন: প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০০
স্পিভাক, গায়ত্রী চক্রবর্তী, 'ক্যান দ্য সাবঅল্টার্ন স্পিক?' *মার্কসিজম অ্যান্ড দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অব কালচার,*
সম্পা. কেরি নেলসন ও লরেন্স গ্রসবার্গ, ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় প্রেস, ১৯৮৮, পৃ. ২৭১–৩১৩
সাঈদ, এডওয়ার্ড ডব্লিউ, *ওরিয়েন্টালিজম,* ইন্ডিয়া : পেঙ্গুইন বুক, ২০০১
বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *আরণ্যক,* কলকাতা : লতিকা প্রকাশনী, ২০১৮
বুয়েল, লরেন্স, দ্য এনভায়রনমেন্টাল ইম্যাজিনেশন : থোরো, নেচার রাইটিং অ্যান্ড দ্য ফরমেশন অব আমেরিকান কালচার, কেমব্রিজ : হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৫
ভাবা, হোমি কে, *দ্য লোকেশন অব কালচার,* লন্ডন : রাউটলেজ, ১৯৯৪